এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

সেপ্টেম্বর ২০১১

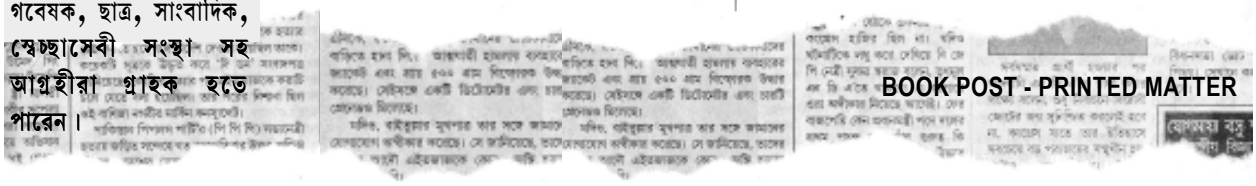

চাষচিন্তা

১৭/৩৩

কৃষিদূষণ-চাষজমি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনাচক্র। আয়োজিত হল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১-তে ডিআরসিএসসি বোসপুকুর অফিসে। আলোচক, খ্যাত মলিকিউলার বায়োলজিস্ট তুষার চক্রবর্তী।

আলোচনায়, কীটনাশক -পরিচয়, সার, জমির মান ইত্যাদি সবিস্তারে এসেছে। এসেছে কীটনাশকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা ফন্দিফিকিরের কথাও। এই কথা -বিস্তারের আয়োজক ডিআরসিএসসি।

সূর্য শহর

১৭/৩৪

৬০টি সূর্য শহর তৈরি হতে চলেছে ভারতে। সূর্যের আলো ব্যবহার করে এই শহরগুলিতে বিদ্যুৎ তৈরি ও তার ব্যবহার হবে। এর সঙ্গে শহরগুলিতে আরো কিছু শক্তি সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বায়ু শক্তি, পুর বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার। এর ফলে শহরগুলিতে প্রচলিত বিদ্যুতের ব্যবহার ১০ শতাংশের মতো কমে যাবে—এমনই আশা করছেন কেন্দ্রীয় অপ্রচলিত শক্তি দফতরের মন্ত্রী ড. ফারুক আবদুল্লা। একাদশ পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যে ১৪টি মডেল সূর্য শহর তৈরি হবে। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ড. আবদুল্লা একথা জানান। তিনি আরো জানান, উৎসাহী পুরসভাগুলির মাস্টার প্ল্যান এবং তার প্রয়োগের জন্য সহায়তা, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য মন্ত্রক থেকে ৫০ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। তিনি জানান, এখনো অবধি বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী সহ মোট ৩৬টি শহরে এই কাজ শুরু হয়েছে।

ইয়ে ক্যায়সা ইনসাফ

১৭/৩৫

কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রক ঠিক করেছে গ্রামে গ্রামে আইনি সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করবে। মন্ত্রী সলমন খুরশিদ ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় একথা জানিয়েছেন। ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি এ নিয়ে লিগাল এড ক্লিনিক নামে একটি প্রকল্পও তৈরি করেছে এবং কীভাবে তার প্রয়োগ হবে সেকথা ৩৫ টি রাজ্য এবং ৫৯৭টি জেলা লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে জানিয়েও দিয়েছে। যদিও এ যাবৎ কোনো অর্থই এ কাজে খরচ হয়নি। তিনি জানান, ২০১১-১২ অর্থ-বর্ষেই লিগাল এড ক্লিনিকগুলি চালু হয়ে যাবে। সিদ্ধান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এইসব ক্লিনিক থেকে যদি যথাযথ পরামর্শ পাওয়া যায় তবে গ্রামীণ মানুষজনের ভোগান্তি কিছুটা কমবে আশা করাই যেতে পারে। এছাড়াও এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সালিশি করে পঞ্চায়েত বিভিন্ন সমস্যা মেটায়। তারা কিছুটা আইনি সহায়তাও করে। এ বিষয়ে পঞ্চায়েতগুলির একটি বিরাট সময় ব্যয়িত হয়। আশা করা যায় এই ক্লিনিকগুলি পঞ্চায়েতের সময় কিছুটা বাঁচাতে পারবে।

কিন্তু সরকার কেবল ক্লিনিক করে বিচার নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে পারবে বলে মনে হয় না। এর জন্য তৃণমূল স্তরে বিচার-ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সাবেক পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরকম একটি উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু

বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থের কারণে এই উদ্যোগ মাঠে মারা যায়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে এরকম একটি আইন তৈরি করতে। আশা করা যায়, এই ক্লিনিকই তৃণমূল স্তরে বিচার-ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হয়ে উঠবে।

বাহানা

১৭/৩৬

মাওবাদী উচ্ছেদের নামে সরকারি তরফে জঙ্গল উচ্ছেদ আগেই শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যে মাওবাদীদের ধরতে যৌথবাহিনীর উদ্যোগে 'হাল্কা' করা হচ্ছিল জঙ্গল। যাতে তারা সহজে জঙ্গলে আনাগোনা করতে পারে আর মাওবাদীদের গতিবিধি বোঝা যায়। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ২০১০ সালের ৩ নভেম্বর এক নোটিশে বলা হয়েছিল, আগামী পাঁচ বছর অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ অবধি মাওবাদী অধ্যুষিত ৬০টি জেলায়, জন-পরিষেবারমূলক বিভিন্ন কাজে ২ হেক্টর অবধি জঙ্গলের জমি পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যাবে। তবে এসব ক্ষেত্রে যতটা জমি নেওয়া হবে তত পরিমাণ জমিতে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। কিন্তু এই একই মন্ত্রকের তরফে গত ১১ মে ২০১১ তারিখে আরেকটি নোটিশে বলা হয় ২ নয় ৫ হেক্টর অবধি জঙ্গলের জমি এক-একটি 'জন-পরিষেবামূলক কাজে' পরিবর্তন করা যাবে। এর পর ১৬ জুন এক নোটিশ বলা হয় আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমপরিমাণ জমিতে বৃক্ষরোপণ না করলেও চলবে।

জন-পরিষেবামূলক কাজ বলতে যে কাজের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্ষুদ্রসেচ খাল, পানীয় জল ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র। এই অবধি ঠিকই ছিল, কিন্তু এর সঙ্গে আরো যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলিই মূলত ভয়ের কারণ। সেগুলি হল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাস্তা, থানা ও ওয়াচ টাওয়ার, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বসানো, টেলিফোন লাইন, পানীয় জল সরবরাহের লাইন, বিদ্যুৎ সরবরাহ। এসবের মাধ্যমে সরকার যতটা না সাধারণ বনবাসী মানুষদের কথা ভাবছে তার থেকে বেশি ভাবছে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। আর সেই কারণে আসছে অপটিক্যাল ফাইবার, বিদ্যুৎ, টেলিফোন লাইন ইত্যাদির কথা। যেগুলি হাত ধরে আসে তথাকথিত 'উদার উন্নয়ন'। যার ফলে স্বাধীনতার পর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ। আর জঙ্গলের জমিকে পরিবর্তন করলে শুধু মানুষ নয় বাস্তুহারা হবে হাজার হাজার জীব। বাস্তুহারা হবে জীববৈচিত্র।

প্র সার ?

১৭/৩৭

এ বছরের খরিফ মরশুমের চাষে রাসায়নিক নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের প্রয়োজন যথাক্রমে ৯৪.৪৫, ৭৭.২০ ও ১৩.৪৩ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে একমাত্র নাইট্রোজেন সারের অভাব রয়েছে প্রায় ৫ লাখ মেট্রিক টন। রাসায়নিক সারের উৎস মূলত পেট্রোলিয়াম। যা আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম রয়েছে। সরকার আগে এইসব সার কিছুটা উৎপাদন করত। বর্তমানে এই উৎপাদন-ব্যবস্থা চলে গিয়েছে ব্যক্তি-মালিকানাধীন ক্ষেত্রে। এই সারের বাকিটা আসত বিদেশ থেকে। বলাবাহুল্য চাষির কাছে সস্তায় এইসব সার পৌঁছে দিতে সরকার ভরতুকি দিত। কিন্তু ভরতুকি ধীরে ধীরে সরকার তুলে নিচ্ছে কৃষিক্ষেত্র থেকে। রাসায়নিক সারেও সেই কারণে ভরতুকি কমছে। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে সরকার সার বাবদ ভরতুকি দিয়েছিল ৯৯৪৯৪.৭১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩৫৮৯.৮৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ অঙ্কের হিসেবে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু ২০০৮-০৯ সালে টাকার মূল্যে এই হিসেব করলে বোঝা যাবে যে ভরতুকি আসল পরিমাণ এর থেকেও কম।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভরতুকি কমানোর এই ছক একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। আসলে সরকার চাইছে কৃষির শিল্পায়ন। ছোট চাষিদের হাত থেকে কৃষিকে সরিয়ে নিয়ে বড় বড় কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া। এর জন্য রেফ্রিজারেটরওয়ালা গাড়ি কেনার জন্য ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে। যাতে কোম্পানিগুলি তাদের উৎপাদিত সামগ্রী না পচিয়ে বাজারে নিয়ে আসতে পারে।

শ পথ ...

১৭/৩৮

বেগুনের ভর্তা রান্নায় লিমকা বুক অব রেকর্ডস-এ উঠে গেল ভারতের নাম। ৬ সেপ্টেম্বর এই ভর্তা রান্নার আসর বসেছিল দিল্লি হাটে। গ্রিনপিসের উদ্যোগে বেগুন ভর্তা রান্না করছিলেন লা মেরিডিয়েন ও ইন্ডিয়ান কালনারি ফোরামের শেফ বা রাঁধুনিরা। আসলে রেকর্ড বানানো নয়, এই ভর্তা রান্নার আয়োজন করা হয়েছিল জিএম বা জিন-পরিবর্তিত ফসলের চাষ ও বায়োটেকনোলজি বিলের বিরুদ্ধে। কারণ এই আইন প্রণীত হলে, খুব সহজেই ভারতে জিন ফসল চাষের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। এর আগে জিন-পরিবর্তিত বেগুন চাষের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল মনস্যান্টো নামক বহুজাতিক কোম্পানিকে। কিন্তু দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কিন্তু বহুজাতিকের অনেক প্রতিনিধি খোদ সরকারের মধ্যেই রয়েছে। আর তাই নানা অছিলায় বিভিন্ন নামে জিন পরিবর্তিত ফসলের প্রসারের উদ্যোগ শুরু হয়েছে সরকারি তরফে। লোকসভার চলতি অধিবেশনে বায়োটেকনোলজি রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া বিল ২০১১ পেশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা ঝামেলা, অন্নার অনশন নিয়ে নাজেহাল সরকারের সাহস এবং সুযোগ হয়নি ওই বিল পেশের।

কী আছে এই বিলে? একটি ছোট উদাহরণ দিলে কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে। বিলটির.... ধারায় বলা আছে কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়া জিন ফসলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে আন্দোলনকারীর ২লক্ষ টাকা জরিমানা ও ২ বছর অবধি জেল হতে পারে। এতো নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা, জোট বাঁধার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ। এ ব্যবস্থাতো স্বৈরতন্ত্রে চলে। এসবের বিরুদ্ধেই অভিনব প্রতিবাদ জানিয়েছে গ্রিনপিস বেগুন ভর্তা করে। জৈব উপায়ে উৎপাদিত বেগুন এবং মশলাপাতি দিয়ে এই বেগুন ভর্তা তৈরি হয়। সঙ্গে জিন ফসলের বিরুদ্ধে ১লাখ মানুষের সই সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জমা দেওয়া হয়।

জিন ফসলের বীজ উৎপাদনকারী মনস্যান্টো কোম্পানির কাছে আরো একটি খারাপ খবর গিয়ে পৌঁছেছে গত সপ্তাহে। মার্কিন দেশের আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি বিটি ভুট্টার ওপর একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে। সেখানে বলা হয়েছে, মনস্যান্টো জিন-পরিবর্তিত ভুট্টার প্রচারের সময় বলেছিল, এই ভুট্টা চাষ করলে নির্দিষ্ট লেপিডপ্টেরা পরিবারের পোকার আক্রমণ হবে না। ফলে ভুট্টার চাষে সব থেকে ক্ষতিকারী এই পোকা ফসলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বিটি ভুট্টা চাষ করলে চাষির লাভ অনেকটাই বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, অতি অল্প সময়েই এই পরিবারের পোকাগুলির বিটি টক্সিনের প্রতিরোধী হয়ে উঠে বিটি ভুট্টা ফসলের ক্ষতি করছে। একই খবর এসেছে ইলিনয় প্রদেশ থেকেও।

ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস (বিটি) হল, একটি ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীব যা মাটিতেই পাওয়া যায়। এরা এক ধরনের টক্সিন ক্ষরণ করে যা লেপিডপ্টেরা পরিবারের পোকার শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি করে। একে বিটি টক্সিন বলে। এই টক্সিন তৈরির জন্য যে জিনটি দায়ী সেটিকে বিভিন্ন ফসলের মধ্যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ঢুকিয়ে বিটি ফসল তৈরি করা হয়। বিটি তুলো, বিটি ভুট্টা হল এরকমই ফসল। আমাদের দেশে মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে বিটি তুলোর চাষ হয়। সেখানেও বোলওয়ার্মের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে বিটি তুলোর চাষ করার প্রচার করে মনস্যান্টো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বোলওয়ার্মও বিটি টক্সিন-প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। চাষের রোগপোকা আটকাতে সবুজ বিপ্লবের সময়ে রাসায়নিক বিষ তৈরির কোম্পানিরা (যার মধ্যে মনস্যান্টো অন্যতম) বলেছিল পোকামাকড় মারতে এই বিষ অব্যর্থ। যত দিন গেল দেখা গেল, পোকামাকড় ক্রমশ প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। ফলে এল আরো বিপজ্জনক বিষ। তারপর আরো। এইভাবে এক বিষের চক্রে পড়ে গেছি আমরা। এখন মায়ের দুধেও রাসায়নিক বিষ পাওয়া যাচ্ছে। আর ফুলে ফেঁপে উঠছে এইসব কোম্পানি।

সরকার এখন দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করতে চাইছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে। তার প্রধান অস্ত্রগুলির অন্যতম হল জিন-পরিবর্তিত ফসল। বলা হচ্ছে কীটনাশকের বিপদ সম্পর্কে সরকার ও কোম্পানিগুলি খুবই চিন্তাগ্রস্ত। যাতে রাসায়নিক বিষকে একেবারে কমানো যায় তার জন্যই জিন ফসল। কিন্তু এই ফসলগুলির ভাঁওতাও ক্রমশ সামনে আসছে। সব থেকে ভয়ংকর হল, জিন ফসলের জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর 'খোদকারি', পরিবেশে কী বিপদ রেখে যাচ্ছে তার সামনে আসা কিছু উদাহরণ। সুতরাং এখনই জিন ফসল চাষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার।

১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সারা ভারত জুড়ে সেই আন্দোলনের স্লোগান প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ঠিক তার ৫৭ বছর পরে আবারও ডাক উঠল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের। এবার প্রতিধ্বনিত হল, 'মনস্যান্টো ভারত ছাড়ো' স্লোগান। সেই থেকে প্রতিবছর ৯ আগস্ট সারা ভারত জুড়ে বহুজাতিক মনস্যান্টো, সিনজেন্টা, ডুঁপ্য প্রভৃতি একচেটিয়া কৃষি-কারবারিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে সারা ভারতের কৃষিজীবী খেটে খাওয়া মানুষ, বিজ্ঞানী, সমাজ কর্মী এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নাগরিকেরা।

'মনস্যান্টো ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে এ বছর ৯ থেকে ১৬ অগস্ট অনুষ্ঠিত হল বিভিন্ন কর্মসূচি। মিছিল, মিটিং, পরিক্রমা, পথ নাটক, প্রদর্শনী, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশন, সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি কার্যক্রম পালিত হল সারা ভারত জুড়ে। আমাদের রাজ্যে এই প্রতিবাদ-সপ্তাহ পালিত হল সামাজিক সংস্থা, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সংগঠন, শিক্ষক ও চিকিৎসক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষিজীবীদের সংগঠনের উদ্যোগে। বিপজ্জনক জিন ফসল চাষ বন্ধ, প্রস্তাবিত বীজ বিল বাতিল, চুক্তি চাষ বন্ধ, কোম্পানির কৃষির ওপর দখলদারি বন্ধ ইত্যাদি দাবিকে সামনে রেখে সংগঠিত হল এই কর্মকাণ্ড।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

সত্যমেব... ? ১৭/৩৯

দেশজুড়ে খাদ্যদূষণ বাড়ছে। এমনই বলছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ। মন্ত্রী বলেছেন, সারাদেশে খাদ্য দূষণের হার একন ১১.১৪ শতাংশ। তাঁর বয়ান অনুযায়ী ২০১০-এ উত্তরপ্রদেশে এই ভেজাল নিয়ে ৩,৭৮৯ টি মামলা হয়েছিল, সাজা হয়েছিল ৫৪০ জনের, রাজস্থানে এই মামলার সংখ্যা ৮০৬ আর সাজা প্রাপ্তের সংখ্যা ১৮, গুজরাটে এই মামলার সংখ্যা ৬৮৩, আর সাজা হয়েছিল ৯৯ জনের। এসব আজাদ জানিয়েছেন রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে।

খাঁটি আইন ! ১৭/৪০

তদারকির জন্য নতুন আইন এল। এই আইন ১৯৫৪ সালের কেন্দ্রীয় আইনটির বদলে। নতুন আইন কার্যকারী হল গত ৫ অগস্ট ২০১১ থেকে। এই আইন মোতাবেক ফুটপাতের বিক্রেতা, দোকান থেকে বড় রেস্তোরাঁ সবাইকে তাদের খাবারের ন্যূনতম গুণমান রক্ষা করা বাধ্যতামূলক হবে। তৈরি খাবারে ভেজাল ধরা পড়লে ১ লাখ অব্দি জরিমানা হবে। শাস্তি হবে ফলমূল-আনাজপাতি রাসায়নিক দিয়ে পাকালেও।

এইজন্য দুমাসব্যাপী সচেতনতা কার্যক্রমও নেওয়া হবে। নতুন নিয়মবিধি অনুযায়ী সম্ভাব্য নমুনা ১৪ দিনের মধ্যে পরীক্ষাগারে পরখ করে ফল জানানো হবে।

মুখঅশুদ্ধি ১৭/৪১

গুটখা-পানমশলা নিষিদ্ধ করার আর্জি উঠল। এই আর্জি দেশের ১৭টি ক্যান্সার গবেষণাকেন্দ্রের। এই আর্জি দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

ফি বছর ৭৫-৮০,০০০ মানুষের মুখে ক্যান্সার হয়। যার ৯০ শতাংশ পানমশলা ও গুটখা থেকে। দামে সস্তা এই গুটখা মশলায় থাকে সুপুরি-কলিচুন-রাসায়নিক রং। এইসব উপাদান থেকেই মুখে এই মরণরোগ।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

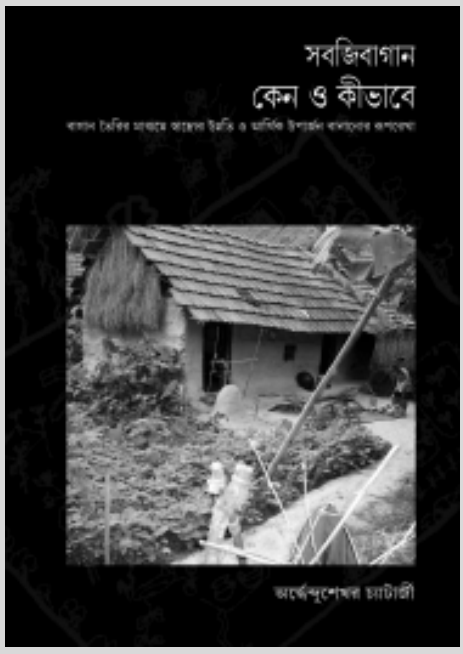

■■

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু